কালের কণ্ঠ

আপডেট : ২২ অক্টোবর, ২০১৮ ২৩:১৩

খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

# আইন পাসের তিন বছর পর ভিসি নিয়োগ

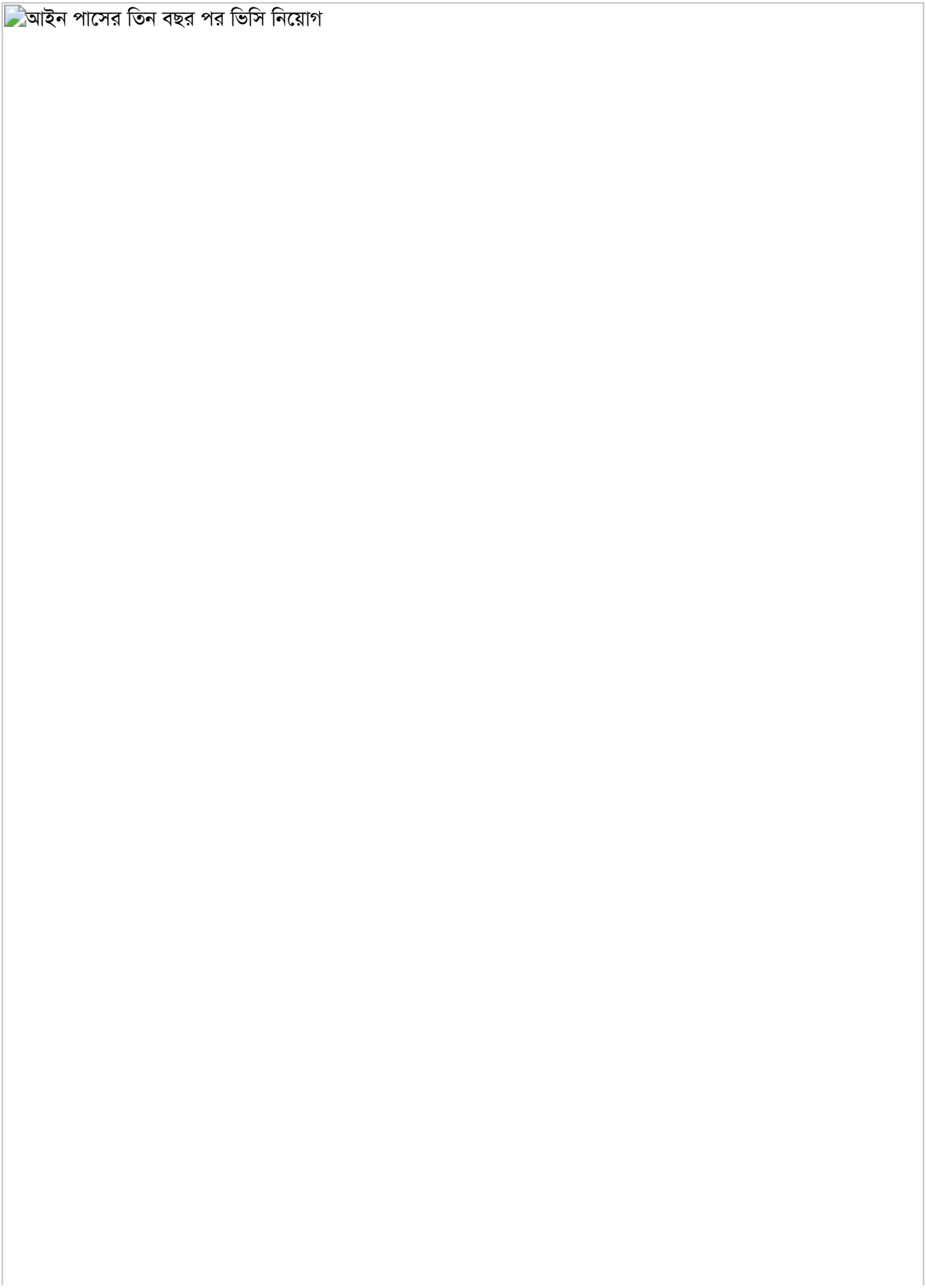
আইন পাসের তিন বছর পর ভিসি নিয়োগ

প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেওয়ার চার বছর পর আইন পাস হয়, তারও সাড়ে তিন বছর পর সম্প্রতি খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য (ভিসি) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তবে জমি অধিগ্রহণ না হওয়া, অফিসসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো গড়ে না ওঠায় প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষা কার্যক্রম কবে নাগাদ শুরু হবে, তা এখনো অনিশ্চিত। এদিকে সময়ের পাশাপাশি সম্ভাব্য খরচের পরিমাণও বাড়ছে, বিশেষত জমির দাম বেড়েছে কয়েক গুণ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ৫ মার্চ খুলনার একটি জনসভায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দেন। ওই ঘোষণার প্রায় চার বছর পর ২০১৫ সালের ৫ জুলাই জাতীয় সংসদে খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস হয়। আর গত ১১ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন প্রফেসর ড. মো. শহীদুর রহমান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এর আগে একটি প্রকল্প তৈরি করা হলেও সেটি স্থগিত করা হয়। নতুন উপাচার্য নিজেই এখন প্রকল্প তৈরি করবেন। সেই প্রকল্প অনুমোদনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণকাজ শুরু হবে। এখন কবে নাগাদ সেই কাজ শুরু হবে, তা নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর ২০১১ সালের ২৪ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্ধারণের জন্য তৎকালীন সিটি মেয়র তালুকদার আবদুল খালেককে প্রধান করে ১২ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি নগরীর দৌলতপুরে কৃষি সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অব্যবহৃত ৫০ একর জমিসহ ব্যক্তিমালিকানাধীন ১২ একর মিলিয়ে ৬২ একর জমি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও কৃষি সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের জমিতে খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন দেয়। এরপর শুরু হয় জমি অধিগ্রহণের কাজ। ২০১১ সালের ৯ নভেম্বর জমির মানচিত্র, দাগ-খতিয়ানসহ অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) নূর মোহাম্মদ মোল্লা খুলনা জেলা প্রশাসককে চিঠি দেন। ওই বছরের ২৭ নভেম্বর জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে যাবতীয় কাগজপত্র পাঠানো হয়। তখন ওই ৬২ একর জমির দাম ধরা হয় ৪০ কোটি টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য একটি প্রকল্প তৈরির কাজও তখনই শুরু হয়। কিন্তু আইন তৈরি না করে অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু করা যাবে না—এমন আলোচনার পর প্রকল্প তৈরির কাজ থমকে যায়। মন্ত্রণালয় থেকে আইন তৈরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

২০১৫ সালের ৫ জুলাই সংসদে খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস হয়। এরপর আবার জমি অধিগ্রহণের জন্য ব্যয় প্রাক্কলন পাঠানোর জন্য খুলনার জেলা প্রশাসনকে চিঠি দেয় ইউজিসি। ২০১৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি আড়ংঘাটা মৌজার ৬২ একর জমির প্রাক্কলন ব্যয় ইউজিসিতে পাঠায় জেলা প্রশাসন। তখন এই জমির অধিগ্রহণ ব্যয় ধরা হয় আগের চেয়ে তিন গুণের বেশি ১৩১ কোটি ২৪ লাখ টাকা।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হেলাল হোসেন এ প্রসঙ্গে বলেন, খুলনা কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ অনেকদূর এগিয়েছে। ইতিমধ্যে উপাচার্য নিয়োগ হয়েছে। তিনি কাজ শুরু করেছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হতে সময় লাগবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা দেওয়া হবে।

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com